মুসলিম পরিবার

সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

মূল: শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-উছায়মীন
অনুবাদ: ড. আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী
পিএইচডি, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

মাকতাবাতুস সালাফ

প্রকাশনা
মাকতাবাতুস সালাফ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী, মোবাইল নাম্বার: ০১৪০৭-০২১৮৪৭

পরিবেশনা
তূবা পাবলিকেশন
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী, মোবাইল নাম্বার: ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০২৪ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ
আবুল ফাতাহ মুন্না

মুদ্রণ
আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী। মোবাইল: ০১৪০৭-০২১৮৫১

নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা মাত্র।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN Number: 978-984-99078-3-1

প্রকাশকের কথা

আল-হামদুলিল্লাহ। 'মাকতাবাতুস সালাফ' থেকে 'মুসলিম পরিবার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর' বইটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। মূলত, ইসলাম পরিবারকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থান দিয়েছে। যেখানে ইসলামী আদর্শ মেনে পরিবার গঠন ও জীবনযাপন করা আবশ্যক। এই বইটিতে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মুসলিম পরিবারগুলোর সামনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশিত পথ ও পদ্ধতিতে পারিবারিক জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনা; বিশেষ করে নারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে, যা কুরআন-হাদীছের আলোকে তাদের জীবনযাত্রা, অধিকার, দায়িত্ব ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে এবং তাদের ঈমান ও আমলকে আরও মজবুত করবে।

বইটির মূল লেখক শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-উছায়মীন ﷺ, যিনি ইলমী জগতের এক নক্ষত্রতুল্য আলেম। গত শতাব্দীর তিনজন যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের মধ্যে তিনি একজন। তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি যে-কোনো কঠিন বিষয়কে অতি সহজে উপস্থাপন করতে পারেন। যে-কোনো অগোছালো বিষয়কে অতি সুন্দর করে সাজাতে পারেন। যে-কোনো কঠিন ও বিস্তর বইকে অতি সুন্দরভাবে সারমর্ম ও সংক্ষিপ্ত করতে পারেন। তারই ফতওয়া ও লেখনীর অন্যতম একটি অনবদ্য সংগ্রহ হচ্ছে এই বইটি। বইটি অনুবাদ করেছেন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স, মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্নকারী তরুণ আলেম ও গবেষক ড. আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী হাফি.।

আমরা বিশ্বাস করি, বইটি মুসলিম পরিবারের সদস্যদের জন্য একটি উপকারী নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে এবং তাদের পরিবারকে ইসলামিক মূল্যবোধে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে ইনশা-আল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের সকলকে এই বইটি থেকে ইলম হাছিল করার পাশাপাশি তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দান করুন এবং লেখক, সংকলক ও অনুবাদকসহ বইটি প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

-প্রকাশক

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। ছালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর এবং তার পরিবার-পরিজন ও সমস্ত ছাহাবীর উপর।

মুসলিম হিসেবে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা এবং ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা আমাদের উপর অপরিহার্য করা হয়েছে। সমাজ জীবনে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে নানামুখী ফেতনা থেকে রক্ষা করতে শরীআতের গভীর জ্ঞানার্জনের বিকল্প নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে’ (আত-তাহরীম, ৬৬/৬)।

একজন সাধারণ মুসলিম তার বাস্তব জীবনের নানা সমস্যার সমাধান সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে বের করতে সক্ষম নন। এ জন্য প্রয়োজন উলামায়ে কেরামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়ে সঠিক ফতওয়া।

ইসলাম পরিবারের সংশোধন ও শৃঙ্খলাকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। আমাদের সন্তানরা জাতির ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি। তাদের তা'লীম-তারবিয়াতের উপর নির্ভর করবে আগামী দিনের সুষ্ঠু পরিবার ও সমাজব্যবস্থা। বর্তমান ফেতনার এ যুগে একটি পরিবারকে ইসলামী আদর্শের উপর গড়ে তুলতে এ বইটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করি। বইটিতে পারিবারিক বন্ধন, বিয়ে, বিয়ের অনুষ্ঠান, শিশুদের লালনপালন, শিশুশিক্ষার ধরন, শিশুদের শিক্ষা কারিকুলাম, তাদের পোশাক, নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে যুগশ্রেষ্ঠ স্কলার ও ফক্বীহ শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-উছায়মীন ﵀-এর ফতওয়া ও অভিমত সংকলন করা হয়েছে।

পাঠকরা যদি বইটি থেকে উপকৃত হতে পারেন তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি। বইটির অনুবাদ, ভাষা, তথ্য ইত্যাদি যে-কোনো বিষয়ে ভুল পেলে আমাদেরকে অবহিত করবেন বলে আশা করছি।

মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন এই বইটির মাধ্যমে বাংলাভাষী সকল মুসলিম ভাই-বোনদেরকে উপকৃত করেন এবং শুধু তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই আমাদেরকে নানাবিধ কল্যাণমুখী কাজ করার তাওফীক্ব দান করেন- আমীন!

বিনীত-

ড. আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী

পিএইচডি, মদীনা ইসলামী
বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-উছায়মীন ﵀-এর

সংক্ষিপ্ত জীবনী

সঊদী আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সম্মানিত সদস্য, বিগত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফক্বীহ, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির ও উছূলবিদ, আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-উছায়মীন ﵀ ১৩৪৭ হিজরীতে সঊদী আরবের আল-ক্বাসীম প্রদেশের উনাইযা শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবনের শুরুতে শায়খ তাঁর নানার কাছ থেকে কুরআন শিক্ষা করেন। অতঃপর আরবী ভাষা ও অন্যান্য বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর মাদরাসায় ভর্তি হন। তিনি অতি অল্প বয়সেই কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন এবং হাদীছ ও ফিক্বহসহ অনেক মুতনও মুখস্থ করেন। অতঃপর তিনি তাওহীদ, ফিক্বহ এবং নাহুশাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করার পর শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে নাছের আস-সা'দী ﵀-এর পাঠশালায় যোগদান করেন। সেখানে তিনি তাফসীর, হাদীছ, ফারায়েয, ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বহ এবং আরবী ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে অ্যাকাডেমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে উনাইযায় ফেরত এসে উনাইযা জামে মসজিদে পাঠদান শুরু করেন। তাঁর উস্তায আব্দুর রহমান সা'দী ইন্তেকাল করার পর উনাইযা জামে মসজিদের ইমাম ও খত্বীবের দায়িত্ব পালনসহ উস্তাযের প্রতিষ্ঠিত উনাইযা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করেন। একপর্যায়ে তাঁর কাছে সঊদী আরবের বাইরে থেকেও বিপুল সংখ্যক ছাত্রের আগমন ঘটতে থাকে। জীবনের শেষ কাল পর্যন্ত তিনি এই মসজিদে শিক্ষাদানে ব্যস্ত ছিলেন। সঊদী সরকারের উলামা পরিষদেরও তিনি সদস্য ছিলেন।

শায়খ একজন উঁচুমানের আলেম হওয়ার সাথে সাথে উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল, বিনয়ী, নম্র এবং আল্লাহভীরু। জীবনের প্রতিটি কাজে তিনি রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকতেন। ফতওয়া দানের ক্ষেত্রে তিনি তাড়াহুড়া না করে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করতেন। শায়খ খুবই সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন।

শায়খ ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত একজন আলেম এবং দাঈ। পৃথিবীতে এমন ত্বলেবে ইলম পাওয়া দুষ্কর, যে শায়খ ইবনে উছায়মীন সম্পর্কে অবগত নয়। ইলম পিপাসুদের জন্য তাঁর প্রায় ১৮০টির অধিক গ্রন্থ রয়েছে। ইতিহাস বিখ্যাত এই স্বনামধন্য ও বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন দীর্ঘদিন ইসলামের খেদমত আনজাম দেওয়ার পর ১৪২১ হিজরী শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখ মাগরিবের ছালাতের সামান্য পূর্বে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে সঊদী আরবের বাদশাহসহ রাজপরিবারের সকল সদস্য, সে দেশের সকল আলেম এবং সর্বস্তরের জনগণ শোকাহত হন। বিশ্ব এক অপূরণীয় ক্ষতি অনুভব করে। আল্লাহর যেন শায়খের সমস্ত দ্বীনী খেদমত কবুল করেন এবং তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করেন- আমীন!

সূচিপত্র

কৃত্রিম চুল ব্যবহার	১৫
চুল উপড়ে ফেলা	১৫
মাথার চুল প্রকাশিত হওয়া	১৬
নারীদের কাঁধ পর্যন্ত চুল রাখা, উঁচু হিল পরা এবং বিভিন্ন রূপসজ্জা সামগ্রী ব্যবহার করা	১৭
নারীদের চোখে সুরমা লাগানো	১৮
আধুনিক মেকআপ-সামগ্রী ব্যবহার	১৯
মহিলাদের ফুলপ্যান্ট এবং অন্যান্য টাইট পোশাক পরিধান	২১
'জিন্স' পরিধান অমুসলিমদের সাদৃশ্য নয়	২২
মাহরামদের সাথে রসিকতা	২২
চুলের ডিজাইন	২৩
ফ্যাশন ম্যাগাজিন থেকে বিভিন্ন মডেলের পোশাক	২৪
নিকাবের স্তর	২৪
চেইনযুক্ত জামা ব্যবহার	২৬
মসজিদুল হারামে মুখ খোলা রাখা যাবে না	২৬
টাইট পোশাক	২৭
'মাশতা মায়েলা' দ্বারা কী উদ্দেশ্য	২৮
ড্রাইভারের সাথে ভ্রমণ	২৯
নারীদের মাথার চুল কাটা	৩১
পিছন দিক থেকে কাঁধ পর্যন্ত চুল ছোট করা	৩২
কালো রং দ্বারা সাদা চুল রঙিন করা	৩৩
বিভিন্ন মেকআপ-সামগ্রী	৩৩
পরপুরুষের সাথে কথাবার্তা	৩৫
পরপুরুষের সামনে হাত খোলা রাখা	৩৬
কন্যাশিশুদের পোশাকের ব্যাপারে অভিভাবকদের জন্য নছীহত	৩৭
হাতমোজা পরা	৪০
মুখমণ্ডল ফেতনা এবং জৈবিক আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টির কেন্দ্র	৪০
যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে পর্দা করতে বাধা দেয় তার জন্য নছীহত	৪১
হাতের কনুই প্রকাশ করা হারাম	৪২

বাড়ির বাইরে নারীদের সুগন্ধি ব্যবহার ৪৩
একসাথে একাধিক পরিবার বসবাসের মূলনীতি ৪৪
নিকাব পরিধান থেকে নিষেধ ৪৬
স্বামী-স্ত্রীর মাঝে লজ্জাস্থান বলে কিছু নেই ৪৭
যখন মুসলিম নারীদেরকে পর্দা পরিহার করতে বাধ্য করা হয় ৪৮
শারঈ পোশাক ৫০
খাটো পোশাক ৫১
গাড়ির ভিতরে মুখ খোলা রাখা ৫৩
নারীদেরকে সালাম দেওয়া ৫৩
বিশেষ কিছু মাসআলা ৫৫
মুখমণ্ডল ঢাকার আবশ্যকতা ৫৫
নারীদের ডাক্তারের কাছে যাওয়া ৫৭
জরুরী প্রয়োজনে নারী-পুরুষের নির্জনতা বৈধ ৫৮
অন্ধ ব্যক্তির নারীদের নিকট যাওয়া ৫৯
সহশিক্ষা নাজায়েয ৫৯
নারীদের হাতে আবরণ দিয়ে পরপুরুষের সাথে মুছাফাহা করা ৬০
নারী-পুরুষ একসাথে কাজ করা ৬১
নারীদের বৈধ কর্মক্ষেত্রসমূহ ৬২
শিল্পীদের ছবি দেখা হারাম ৬৩
একজন নারীর সামনে আরেকজন নারীর লজ্জাস্থানের সীমা ৬৪
নারীদের ফেস পাউডার ও সুগন্ধি ব্যবহার ৬৪
কাফেরদের তৈরি নারীদের পোশাক ৬৫
টাইট ও খাটো পোশাক ৬৬
সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে যুবতি মেয়েদের মাথার চুল কাটা ৬৬
ওযূতে নারীদের মাথা মাসাহ ৬৭
নারীদের জন্য তেলাওয়াতের সিজদা ৬৮
ছালাতরত অবস্থায় কোনো নারী যদি অন্য নারীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে কি তার ছালাতের কোনো ক্ষতি হবে? ৬৯
বিয়ের রাতে মেয়েদের সাদা পোশাক পরা ৬৯
রামাযানের ফযীলতপূর্ণ রাত্রিগুলোতে মেহমানদারি করতে স্ত্রীকে ক্লান্তিদায়ক কাজে বাধ্য করা ৭০
বিবাহসংক্রান্ত ফতওয়া ৭১
যারা বিয়ে করতে চান তাদের জন্য নছীহত ৭১
বিয়ের রাতে স্বামীর জন্য ফজরের ছালাত জামাআতে আদায় করা ৭৩
স্ত্রীর কাছে প্রবেশ করে দুজনে ছালাত আদায় করা ৭৪

পিতা যে ছেলের সাথে মেয়েকে বিয়ে দিতে চায় তাকে তার সাথে বিয়ে দিতে বাধ্য করা যাবে কি? যার দ্বীন ও চরিত্র সন্তোষজনক নয়, তার সাথে কি মেয়ের বিবাহ দেওয়া জায়েয হবে? ৭৫
পিতা কি তার মেয়ের বিয়ের মোহর নিয়ে নিতে পারবে? ৭৬
বিয়ের ওয়ালীমার দাওয়াতের কার্ডে অপচয় ৭৮
স্ত্রীর সাথে রাত্রিযাপনের অপরিহার্যতা ৭৯
স্ত্রীর ইদ্দত ৭৯
বিয়ের অনুষ্ঠানে ক্যাসেট ও পুস্তিকা বিতরণ ৮০
বিয়ের অনুষ্ঠানে ওয়ায-নছীহত করা ৮১
বিয়ের সংগীত ৮১
বিয়ের অনুষ্ঠানে নাচানাচি ৮২
এনগেজমেন্ট রিং পরানো ৮২
নারীদের পরপুরুষের সামনে মুখমণ্ডল খোলা রাখা ৮২
পিতা যদি তার পুত্রবধূকে তালাক দেওয়ার জন্য পুত্রকে আদেশ করে ৮৬
পিতা যদি পুত্রকে খারাপ মেয়ের সাথে বিয়ে দিতে চায় অথবা পুত্র ভালো মেয়েকে বিয়ে করত না চায় ৮৭
বিয়ের অনুষ্ঠানে শরীআত-বিরোধী কিছু কাজ ৮৮
বাচ্চাদের খেলার সামগ্রী সংক্রান্ত প্রশ্ন ৯২
বাচ্চাদের জন্য শিক্ষণীয় গল্প ৯৫
শিশুকে প্রাণীর ছবি আঁকতে বলা ৯৬
বইয়ের ছবিগুলো কি মুছে দেওয়া অপরিহার্য ৯৭
কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ছেলে-মেয়েদের একসাথে ক্লাস ৯৭
বাচ্চাদের পোশাকসংক্রান্ত প্রশ্ন ৯৮
জন্মের সময় বা পরবর্তীতে মেয়ে বাচ্চাদের চুল মুণ্ডন করা ১০০
যে বয়স থেকে মেয়েদেরকে ছেলেদের সামনে পর্দা করতে হবে ১০১
নাপাকী দূর করার উদ্দেশ্যে বাচ্চাদের পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে কি ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে? ১০১
প্রহার বা অন্য কোনোভাবে বাচ্চাদের শাস্তি দেওয়া ১০২
বাচ্চারা নিষিদ্ধ স্থানে কুরআন তেলাওয়াত করলে পিতা-মাতা পাপী হবেন না ১০২
সন্ধ্যার সময় বাড়ির সীমানার মধ্যে বাচ্চাদের খেলাধুলা ১০৩
ছালাত আদায় করার সময় বাচ্চা যদি মায়ের সামনে ঘুরাঘুরি করে ১০৩

মহিলাদের ফুলপ্যান্ট এবং অন্যান্য টাইট পোশাক পরিধান

প্রশ্ন: মহিলাদের জন্য ফুলপ্যান্ট এবং অন্যান্য টাইট পোশাক পরিধান করার হুকুম কী?

উত্তর: মহিলাদের জন্য ফুলপ্যান্ট এবং অন্যান্য টাইট পোশাক পরিধান করা মোটেই সংগত নয়। বিশেষ করে বেগানা পুরুষের সামনে এমন পোশাক পরিধান করা নিঃসন্দেহে হারাম। কেননা এ অবস্থায় বড় ফেতনার আশঙ্কা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ، مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

'জাহান্নামীদের মধ্যে দুই শ্রেণির মানুষকে আমি এখনো বাস্তবে দেখিনি। ১. ঐ সমস্ত মানুষ, যাদের নিকট গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে। তারা এর দ্বারা লোকজনকে অন্যায়ভাবে প্রহার করবে। ২. ঐ সমস্ত মহিলা, যারা পোশাক পরা সত্ত্বেও তাদের নগ্নতা প্রকাশ পায়, আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টা। যাদের মাথার খোঁপা বুখতী উটের উঁচু কুঁজোর ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, এমনকি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি এত এত দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়'।[৫]

হাদীছে বর্ণিত كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ -এর ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণ বলেন, তারা হচ্ছে ঐ সমস্ত মহিলা, যারা পোশাক পরিধান করে ঠিকই, কিন্তু সে পোশাক টাইট অথবা পাতলা অথবা খাটো হওয়ার কারণে তাদের দেহ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হয় না। অতএব মহিলাদের উচিত, যে-কোনো প্রকার টাইট পোশাক পরিধান করা থেকে বিরত থাকা।

---

৫. ছহীহ মুসলিম, হা/২১২৮।

‘জিন্স’ পরিধান অমুসলিমদের সাদৃশ্য নয়

প্রশ্ন: ‘জিন্স’ নামে এক প্রকার শক্ত ও মোটা কাপড় রয়েছে, যা দিয়ে বিভিন্ন ডিজাইনে বাচ্চাদের পোশাক বানানো হয়। কিন্তু সমস্যা হলো, অমুসলিমরা জিন্সের কাপড় দিয়ে টাইট ফুলপ্যান্ট তৈরি করে, যা সচরাচর দেখা যায়। এখন প্রশ্ন হলো, জিন্সের কাপড় মোটা ও উৎকৃষ্ট হওয়ায় আমরা যদি এর দ্বারা বিভিন্ন আকৃতিতে (টাইট ফুলপ্যান্ট ছাড়া) পোশাক তৈরি করে পরিধান করি, তাহলে কি তা অমুসলিমদের সাদৃশ্য অবলম্বনের অন্তর্ভুক্ত হবে?

উত্তর: সাদৃশ্য অবলম্বন হলো, অমুসলিমদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে নিজেদের জীবনে ধারণ করা। অতএব এ কাপড় দিয়ে যদি অমুসলিমদের অনুরূপ পোশাক বানানো হয়, তাহলে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হবে। পক্ষান্তরে ভিন্ন ডিজাইনে পোশাক তৈরি করা হলে সে পোশাক পরিধানে কোনো বাধা নেই। কেননা এ পোশাক অমুসলিমদের পোশাকের আকৃতিতে বানানো নয়।

মাহরামদের সাথে রসিকতা

প্রশ্ন: আমরা জানি, মাহরাম পুরুষের (যেসব পুরুষের সাথে নারীর চিরকাল বিবাহ হারাম) সামনে মুখ খোলা রাখা যায়। আর চাচা হচ্ছেন, মাহরামদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কোনো নারীর সাথে তার আপন চাচা যদি অশ্লীল রসিকতা করে, তাহলে কি ঐ নারী তার চাচার থেকে দূরে থাকবে বা মুখ ঢেকে রাখবে?

উত্তর: এমতাবস্থায় চাচার নিকটে আসা এবং তার সামনে মুখ খোলা রাখা ভাতিজিদের উচিত নয়। কেননা যে সকল বিদ্বান মাহরাম পুরুষের সামনে মুখ খোলা রাখা বৈধ বলেছেন, তারা কোনোরূপ ফেতনার আশঙ্কা না থাকাকে শর্তারোপ করেছেন। আর প্রশ্নে উল্লেখকৃত অশ্লীল রসিকতাকারী ব্যক্তির (চাচা) ক্ষেত্রে ফেতনার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব, ফেতনার উপকরণ থেকে দূরে থাকা অপরিহার্য।

প্রহার বা অন্য কোনোভাবে বাচ্চাদের শাস্তি দেওয়া

প্রশ্ন: বাচ্চারা ভুল করলে প্রহার করে বা তার মুখে তিতা বা ঝাল কিছু (যেমন- মরিচ) দিয়ে শাস্তি দেওয়া যাবে কি?

উত্তর: উপযুক্ত বয়স হলে প্রহার করা যাবে। সাধারণত ১০ বছর বয়স হলে মারার উপযোগী হয়। তবে মুখের মধ্যে ঝাল কিছু দেওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয। কারণ, এতে মুখে ঘা, পেট গরম হওয়া-সহ নানা ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তবে শিষ্টাচার শিখানোর উদ্দেশ্যে মৃদু প্রহার করলে কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন: ১০ বছরের কম বয়সী হলে কী হুকুম?

উত্তর: ১০ বছরের কম হলে তার ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে। রাসূল ﷺ ছালাত ত্যাগকারীর বয়স ১০ হলে প্রহার করার আদেশ করেছেন। বয়স যদি ১০ বছরের কম হয়, কিন্তু যথেষ্ট মেধাসম্পন্ন ও বুঝশক্তি থাকে এবং সুঠাম দেহের অধিকারী হয়, তবে প্রহার করলে সহ্য করতে পারবে। আর অনেক বাচ্চা এমন নাও হতে পারে। মোদ্দাকথা, তাদের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বাচ্চারা নিষিদ্ধ স্থানে কুরআন তেলাওয়াত করলে পিতা-মাতা পাপী হবেন না

প্রশ্ন: বাবা-মা যদি বাচ্চাকে কুরআন মুখস্থ করায়, তাহলে কি কোনো সমস্যা আছে? অথচ তারা জানে যে, ঐ বাচ্চা হয়তো টয়লেটে বা কুরআনের অবমাননা হয় এমন অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে। অবশ্য তারা প্রতিনিয়ত ঐ বাচ্চাকে এ বিষয়ে সতর্ক করতে থাকে।

উত্তর: বাবা-মায়ের উচিত, বাচ্চাকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া। সাথে সাথে কুরআন পড়ার নিষিদ্ধ স্থান সম্পর্কে সতর্ক করা। যদি তাদের থেকে এমন কিছু ঘটেও যায়, তবুও সমস্যা নেই। কারণ, এখনও তাদের জবাবদিহিতার বয়স হয়নি। তাই তারা পাপী হবে না। তবে বাবা-মা যদি শুনতে পায়, বাচ্চা নিষিদ্ধ স্থানে কুরআন তেলাওয়াত করছে, তাহলে সাথে সাথে সতর্ক করবে। ছহীহ বুখারীতে আমর ইবনে সালামাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রাসূল ﷺ-এর যুগে ছয় বা সাত বছর বয়সে তার সম্প্রদায়ের লোকদের ইমামতি করেছেন।

সন্ধ্যার সময় বাড়ির সীমানার মধ্যে বাচ্চাদের খেলাধুলা

প্রশ্ন: হাদীছে সন্ধ্যার সময় শয়তান বিচরণের কারণে বাচ্চাদেরকে বাইরে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু বাচ্চারা যদি বাড়ির সীমানার মধ্যে উঠানে ঐ সময় খেলাধুলা করে, তবে কি নিষেধের অন্তর্ভুক্ত হবে না-কি বাড়ির সীমানার বাইরে রাস্তায় গেলে নিষেধের মধ্যে পড়বে?

উত্তর: বাড়ির সীমানার মধ্যে থাকলে অসুবিধা নেই। হাদীছে বাড়ির বাইরে রাস্তায় বের হতে দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

ছালাত আদায় করার সময় বাচ্চা যদি মায়ের সামনে ঘুরাঘুরি করে

প্রশ্ন: কোনো মহিলা ছালাত আদায় করার সময় তার বাচ্চা যদি তার সামনে ঘুরাঘুরি করে, তাহলে কি তাকে বাধা দেওয়া অপরিহার্য? উল্লেখ্য, এটা ঘটতেই থাকে। বারবার বাধা দিতে গেলে ছালাতে একাগ্রতা নষ্ট হয়। আবার বাচ্চাকে দূরে রেখে নিভৃতে একাকী ছালাতে দাঁড়ালে বাচ্চার ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

উত্তর: এমতাবস্থায় বাচ্চাকে সামনে দিয়ে ঘুরাফেরা করতে দিলে কোনো অসুবিধা নেই, যেমনটি বিদ্বানগণ বলেছেন। তবে বাচ্চাকে পাশে বসিয়ে কোনো কিছু দিয়ে ব্যস্ত রাখা উচিত, যাতে অন্যদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে। তবে ক্ষুধা বা তৃষ্ণার কারণে যদি তার মায়ের সাথে লেগে থাকে, তাহলে তার প্রয়োজন পূর্ণ করে ছালাতে দাঁড়াতে হবে।